বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল
Export Processing Zones in Bangladesh

১০

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্যতা দূরীকরণ এবং শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি প্রক্রিয়াকাল এলাকা স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল হলো একটি বিশেষায়িত অঞ্চল, যেখানে রপ্তানিমুখর শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয়। ইপিজেড (EPZ) হলো মূলত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। ইপিজেড বলতে মূলত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলকে বোঝায়। শুধুমাত্র রপ্তানির উদ্দেশ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই অঞ্চলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামোকৃত সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। আদিকাল থেকে মূলত এলাকাভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ধারণা প্রচলিত। তাই আমরা বলতে পারি, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ধারণা নতুন নয়। একটি দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি দেশের ব্যবসায়িক বিপ্লবের জন্য তথা শিল্পোন্নয়নের জন্য রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলকে সরকার কর্তৃক কর অবকাশ সুবিধাসমূহ প্রদান করা হয়। সরকার কর্তৃক বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা ইপিজেডের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে সংসদে প্রণীত একটি আইনের ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালে প্রথম ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮ (আট)টি ইপিজেড রয়েছে। স্থানসমূহ হলো : চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড, বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামে একটি কোরীয় ইপিজেড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোরিয়া সরকারের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম তিন মাস জুলাই-সেপ্টেম্বর পণ্য রপ্তানিতে ৯৬৪ কোটি ৮০ লাখ ডলারের আয় হয়েছে [(সূত্র : বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিজি)] বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে সাড়ে ১০ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়। বিগত বছরে আয় হয়েছিল মোট ৩৪ হাজার ৫৪ কোটি ডলার। (সূত্র : প্রথম আলো, ২০১৯) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল অথবা বেপজা মূলত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য কাজ করে আসছে। বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেপজা অন্যতম সফল প্রতিষ্ঠান। এই ইউনিটের পাঠসমূহ থেকে আপনি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
পাঠ-১০.২ : ইপিজেডের ভূমিকা ও কাঠামো।
পাঠ-১০.৩ : শিল্পের শ্রেণিবিভাগ ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় বিনিয়োগের সুবিধা।
পাঠ-১০.৪ : রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অগ্রগতি ও অঞ্চলের পর্যালোচনা।

পাঠ-১০.১ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

Definition, Aims and Objectivesof Export Processing Zone (EPZ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কী? তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বে পদচারণ শুরু করেছে। আর এ ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার ভূমিকা রয়েছে। ইপিজেড উদ্যোক্তাদের আশার আলো দেখিয়েছে। ইপিজেড পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে সঠিক পরামর্শ প্রদান করে দেশীয় ব্যবসায় সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করছে। আসুন, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা সম্পর্কে জেনে নিই।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার সংজ্ঞা

Definition of Export Processing Zone (EPZ)

ইপিজেড হলো একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বলা যায়, রপ্তানিমুখর বাণিজ্যে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইপিজেড একটি আইন দ্বারা পরিচালিত। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলো প্রসারিত হয় বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ইপিজেডের মূল লক্ষ্যগুলো বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন এবং কর্মসংস্থান করা। একটি ইপিজেডকে আঞ্চলিক বা অর্থনৈতিক ছিটমহল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেখানে কোনো পণ্য আমদানি করা ও উৎপাদন করা হয়।

একটি দেশের সামগ্রিক শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানিমুখী শিল্প-কারখানা প্রতিস্থাপন, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ অঞ্চলকে প্রক্রিয়াকরণ এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। According to World Bank (1999), An export processing zone is defined as a territorial or economic enclave in which goods may be imported and manufactured and reshipped with a reduction in duties or minimal intervention by custom officials.

অর্থ : রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল হলো এমন একটি এলাকা অথবা অর্থনৈতিক সুবিধাযুক্ত স্থান, যেখানে আমদানীকৃত, উৎপাদিত অথবা পুনঃজাহাজীকরণ করা হয়।হ্রাসকৃত শুল্ক এবং শুল্ক কর্মকর্তাদের ন্যূনতম হস্তক্ষেপে। M.R. Beafer মতে, 'একটি বিশেষায়িত অঞ্চলকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে রপ্তানিমুখর শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয়।' (Export processing zone means an exclusive industrial area where industries of export oriented products are produced.)

BEPZA হলো ইপিজেডগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ বৃদ্ধিও জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম BEPZA (Bangladesh Export processing Zone Authority) প্রতিষ্ঠিত হয়, BEPZA কর্তৃক সর্বপ্রথম ইপিজেড (EPZ) প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামে। ইপিজেড অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলার জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, দ্বৈতকর থেকে অব্যাহতি, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি ও তৈরি পণ্যের শুল্ক মওকুফকরণ, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ হয়।

ইপিজেড হলো একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এই সংস্থার অধীনে আমদানির ওপর সরকার ১০০% শুল্ক মওকুফ ঘোষণা করেছে। পরিশেষে বলা যায়, রপ্তানিমুখর বাণিজ্যে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইপিজেড একটি আইন দ্বারা পরিচালিত। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইপিজেডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & objectives of EPZ)

বাংলাদেশে ইপিজেড স্থাপনের মূলে নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য :

১. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা।
২. রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুযোগ করে দেওয়া।
৩. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৪. উৎপাদনে বিচিত্রতা ও উৎকর্ষ সাধন।
৫. রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করা।
৬. শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুপ্রেরণা দেওয়া।
৭. একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে কাজ করা।
৮. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করা এবং দারিদ্র্যতা হ্রাসকরণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইপিজেড স্থাপনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ অবলোকন করা যায়।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো বেসরকারি খাত আর শিল্প এবং ব্যবসায় সম্প্রসারণে এই খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকার কর্তৃক বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার জন্যই ইপিজেডের সৃষ্টি। ইপিজেড মূলত বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইপিজেডে যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তারা অবকাঠামোগত এবং আর্থিক সুবিধা সরকার থেকে পেয়ে থাকে। ইপিজেডের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য হলো : শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপাদনে বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

পাঠ-১০.২ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইপিজেডের ভূমিকা ও এর কাঠামো
Role of EPZ and its Structure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইপিজেডের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইপিজেডের কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইপিজেডের ভূমিকা
Role of EPZ in countrys economic development

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য **EPZ** অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়। **EPZ** প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা।

সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রপ্তানিতে ইপিজেড যে ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরা হলো :

১। **রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ :** ইপিজেডের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব রপ্তানি সাফল্য অর্জন করেছে। ইপিজেডগুলোর প্রতিষ্ঠানসমূহ এর ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানির পরিসংখ্যান থেকে বলা যায়, (২০০৯-২০১০) অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ২,১৭৩৭.২৮ ডলার, (২০১০-২০১১) সালে ক্রমান্বয়ে ২৫৪৩৪.৮৯ ডলার, (২০১১-২০১২) সালে রপ্তানি আয় ২৯৬৪৫.৬৯ ডলার (২০১২-২০১৩) সালে ক্রমান্বয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায় ৩৪৫০২.৩৭ ডলার। (২০১৩-২০১৪) অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪০০২৭.৬৮ ডলার, (২০১৪-২০১৫) অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ৪৬১৪১.১৬ ডলার, (২০১৫-২০১৬) সালে ক্রমান্বয়ে ৫২৮১৭.৪৮ ডলার, (২০১৬-২০১৭) সালে রপ্তানি আয় ৫৯৩৬৬.৮৫ ডলার, (২০১৭ - ২০১৮) সালে ক্রমান্বয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায় ৬৬৫৭৫.১২ ডলার।

২। **বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও শিল্প স্থাপনে বৈদেশিক বাণিজ্যকে স্বাগত জানানোর জন্য ইপিজেড কাজ করে যাচ্ছে। একটি প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ পূর্বের তুলনায় ১৫৮৩ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি :** একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা ইপিজেডের অন্যতম উদ্দেশ্যে। The Financial Express পত্রিকা অনুযায়ী, ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইপিজেডে ৫১৬৫৮৮ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। যার ৬৬% শ্রমিকই নারী। প্রত্যেক অর্থবছরে ইপিজেড অঞ্চলে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে।

৪। **উন্নত প্রযুক্তির বিকাশ :** ইপিজেড অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্ববাজারে বাংলাদেশে পণ্যসমূহকে অধিক ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে।

৫। **বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকূল ভারসাম্য আনয়ন :** একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে আমদানিনির্ভর, ইপিজেড মূলত আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সমতা রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬। **নারীর ক্ষমতায়ন :** পূর্বের তুলনায় ইপিজেডে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান মোট শ্রমিকের ৬৬% নারী শ্রমিক এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** ইপিজেডকে ভিত্তি করে রাস্তা, গ্যাস টেলিফোন সার্ভিস, পোস্ট অফিস সেবাসমূহ গড়ে উঠেছে, যা মূলত সমগ্র জনগণের কল্যাণ সাধিত করেছে।

৮। **সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক :** মূলত ইপিজেড শ্রমিকদের সঙ্গে লিপ্ত থাকে না বিধায় এই স্থানে কলহ থাকে না।

৯। **দক্ষ কারিগর সৃষ্টি :** ইপিজেড শ্রমিকদের চিকিৎসা, শিক্ষা, ট্রেনিং প্রদান করে দক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে নজর দেওয়া হয়।

১০। **অগ্র ও পশ্চাৎসংযোগ শিল্প স্থাপনে সহায়তা :** ইপিজেডের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অগ্র ও পশ্চাৎসংযোগ শিল্পের উন্নতিসাধন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি টেক্সটাইল মিলের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত সুতা তৈরির জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে স্পিনিং মিল স্থাপন করা যায়।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

(Bangladesh Export processing Zone Authority)

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল অথবা বেপজা মূলত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য কাজ করে আসছে। বেপজা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি বোর্ড অব গভর্নরের নিয়ন্ত্রাধীন। এই বোর্ডের মোট সদস্যসংখ্যা ২১ জন। বোর্ডের উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলো অর্থ, পরিকল্পনা, শিল্প, বাণিজ্যে, বিদ্যুৎ জ্বালানি, খনিজ এবং শিপিং মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, NBR-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, BOI-এর চেয়ারম্যান এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ। এ ছাড়া বেপজার বোর্ড অব গভর্নরসের অধীনে একটি নির্বাহী পরিষদ কাজ করে। উল্লেখ্য, প্রতিটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের প্রধান হলেন একজন জিএম অথবা মহাব্যবস্থাপক। এই মহাব্যবস্থাপক সরাসরি নির্বাহী চেয়ারম্যানের অধীনে কাজ করেন।

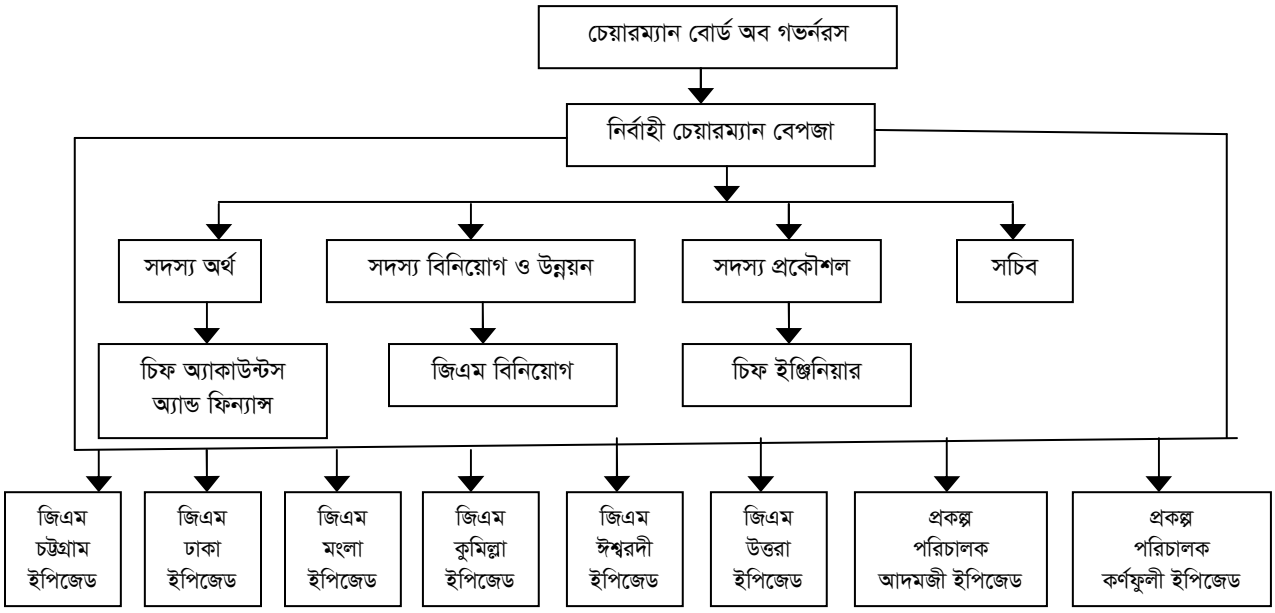

চিত্র : ব্যবস্থাপনা কাঠামো (BEPZA)

সারসংক্ষেপ :

ইপিজেড মূলত বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়, যা বেপজা নামে পরিচিত। বেপজা মূলত রপ্তানি ও আমদানিতে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেবা প্রদান করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দিকনির্দেশনাপ্রাপ্ত।

পাঠ-১০.৩ বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় স্থাপনযোগ্য শিল্পের শ্রেণিবিভাগ ও ইপিজেডে বিনিয়োগের কারণসমূহ

Classification of Industries to be Set in EPZ and Reason for investment in EPZ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শিল্পের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- ইপিজেড অঞ্চলে বিনিয়োগের কারণ জানতে পারবেন।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মূল লক্ষ্যই শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে স্থাপনযোগ্য শিল্পসমূহকে মালিকানার দিক থেকে নিম্নোক্ত তিনটি বিশেষ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১। **'A' শ্রেণি (Group-A) :** ১০০% বিদেশি পুঁজিনির্ভর শিল্পকে শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলত বিদেশি নাগরিকত্ব লাভ করা বাংলাদেশিরা এরূপ শিল্প স্থাপন করতে পারে।

২। **'B' শ্রেণি (Group-B) :** বিদেশি ও বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের যৌথ মালিকানায় যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাকে 'B' শ্রেণির শিল্প বলে।

৩। **'C' শ্রেণি (Group-C) :** মূলত ১০০% বাংলাদেশিদের প্রচেষ্টায় যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তা 'C' শ্রেণির শিল্প বলা হয়।

শ্রেণিবিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের এ নিম্নোক্ত রপ্তানিশিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। যেমন :

১. বয়ন ও পোশাকশিল্প; যথা : তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি, নিটিং কার্পেট, কম্বল।
২. গৃহস্থালি শিল্পসামগ্রী; যথা : সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি।
৩. চামড়াজাত শিল্প; জুতা ও চামড়ার তৈরি দ্রব্যসামগ্রী।
৪. খেলাধুলার সামগ্রী।
৫. ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি।
৬. কৃত্রিম অলংকারসামগ্রী।
৭. মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি-শিল্পসামগ্রী।
৮. মৎস্য টিনজাতকরণ।
৯. প্লাস্টিকের দ্রব্য।
১০. ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।

শিল্পের শ্রেণিবিভাগ (জুন, ২০১৮)

শ্রেণিবিভাগ		সংখ্যা
A	১০০% বিদেশি পুঁজিনির্ভর	২৬৭
B	বিদেশি ও বাংলাদেশিদের যৌথ মালিকানায়	৬৬
C	১০০% বাংলাদেশি মালিকানায়	১৪৩
	মোট	৪৭৬
	বাস্তবায়নের অধীনে	১১৪

বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগের কারণ

Reasons for investment in EPZs of Bangladesh

আধুনিক ব্যবসায় ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারণে বিশ্বায়নের ভূমিকা অপরিসীম। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বে পদচারণ শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে ইপিজেডের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন পরিপূর্ণ বিকাশ এখনো ঘটেনি; যার মূলে রয়েছে মূলধনের সুষ্ঠু ব্যবহার, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উদ্যোক্তার অভাব এবং সর্বোপরি প্রেষণার অভাব। শিল্প স্থাপনে এ সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইপিজেড উদ্যোক্তাদের আশার আলো দেখিয়েছে। ইপিজেড পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে সঠিক পরামর্শ প্রদান করে দেশীয় ব্যবসায় সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করছে। বেপজা কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় ইপিজেড অঞ্চলে ক্রমবর্ধমানভাবে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (FDI) হার বেড়ে চলেছে। BEPZA নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনীতি উত্থানের সাথে দুর্দান্ত গতিতে আমদানি ও রপ্তানি বেড়ে চলেছে। বেপজা (BEPZA) এখন বর্তমান বিশ্বে একটি ব্র্যান্ড হসেবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, যা শিল্প স্থাপনে এবং শিল্পের সুবিধার্থে অন্যদের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। BEPZA-এর কাছ থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে বা ইপিজেডে বিনিয়োগের কারণসমূহ তুলে ধরা হলো :

১। **বেপজাপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা :** নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো ইপিজেডগুলো দিয়ে আসছে।
- ক. তাৎক্ষণিক আমদানি ও রপ্তানির অনুমতি প্রদান।
- খ. আমদানি, রপ্তানি সনদ নবায়নের প্রয়োজন হয় না।
- গ. বিশেষায়িত সেবা প্রদান।
- ঘ. বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রয়োজন হয় না।
- ঙ. সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
- চ. সুরক্ষিত বন্ডের ওয়্যার হাউস।

২। **অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা :** অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বলতে নিম্নের সেবাসমূহ প্রদান করা হয় :
- ক. অবকাঠামোগত সুবিধা যথা : পানি, রাস্তা, গ্যাস ইত্যাদি।
- খ. গুদামঘরের পর্যাপ্ততা।
- গ. কারখানা ভাড়ার সুব্যবস্থা।
- ঘ. শ্রমিক-কর্মচারীদের শিক্ষক ব্যবস্থা।
- ঙ. চিকিৎসার ব্যবস্থা।
- চ. সাপোর্ট সার্ভিস : শপিং, ডে-কেয়ার, হেলথ ক্লাব, পোস্ট অফিস ইত্যাদি।

৩। **লিড টাইম হ্রাস** (Reduction of lead time) : মূলত অবিযাচনের জন্য, অর্থাৎ পণ্য ক্রয়ের সময় থেকে প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের ব্যাপ্তিকালকে লিড টাইম বলা হয়। মূলত ইপিজেডে Lead time কম প্রয়োজন হয়। কেননা :
- ক. সহজে আমদানি ও রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হয়।
- খ. ইপিজেডগুলোর মধ্যে পণ্য স্থানান্তরের অনুমতি রয়েছে।
- গ. Documentary Acceptance ভিত্তিক আমদানির, অর্থাৎ Import on Documentary Acceptance সুযোগ হয়।
- ঘ. সাবকন্ট্রাক্টিং সুবিধা রয়েছে।
- ঙ. কাঁচামালের সহজলভ্যতা।

৪। **আইন-শৃঙ্খলাজনিত সুবিধা :** BEPZA কর্তৃপক্ষ ইপিজেড এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা সুনিশ্চিতকরণের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো :
- ক. বিনিয়োগকারীদের স্বত্বাধীকরণের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান।
- খ. বিদেশি বিনিয়োগ আইন দ্বারা স্বীকৃত।

৫। **প্রণোদনা :** BEPZA উদ্যোক্তাদের আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আর্থিক এবং অনার্থিক ইনসেনটিভ প্রদান করে থাকে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :
- ক. শুল্কমুক্ত নির্মাণসামগ্রীর আমদানির সুযোগ।

খ. কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য ৩০% নগদ সহায়তা।
গ. ১০ বছরের জন্য আয়কর মওকুফ এবং পরবর্তীতে ৫ বছরের হ্রাসকৃত হারে আয়কর প্রদান।
ঘ. দ্বৈতকর হতে অব্যাহতি।
ঙ. বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শুল্কমুক্ত তিনটি মোটরযান আমদানির সুবিধা।
চ. লভ্যাংশের ওপর আয়কর মওকুফ।
ছ. ১০০% বৈদেশিক মালিকানা শিল্পকে অনুমতি দেওয়া।
জ. মূলধন ও লভ্যাংশের টাকা নিজ দেশে প্রেরণের সুবিধা।
ঝ. বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণের সুবিধা প্রদান।
ঞ. 'A' শ্রেণিভুক্ত শিল্পের জন্য Non resident foreign currency deposit- NFCD সুবিধা প্রদান করা হয়।

৬। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ তদারকি সংস্থাসমূহের আন্তঃসম্পর্ক :

BEPZA বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে। যথা : Multilateral Investment Guarantee Agency(MIGA) এবং World intellectual Property Organization (WIPO) International Center for the Settlement (ICSID) Overseas Private Investment Corporation (OPIC)। উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ :

ইপিজেড অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। শ্রেণিবিভাগ হলো : A শ্রেণি (Group-A), B শ্রেণি (Group-B), C শ্রেণি (Group-C)। বিভিন্ন পর্যায় ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করাই এ শ্রেণিবিন্যাসের মূল লক্ষ্য। তথাপি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগের ফলে তাৎক্ষণিক আমদানি ও রপ্তানির অনুমতি, অবকাঠামোগত সুবিধা, লিড টাইম হ্রাস, আইন-শৃঙ্খলাজনিত সুবিধা, আর্থিক এবং অনার্থিক ইনসেনটিভ প্রদান, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ তদারকি সংস্থাসমূহের আন্তঃসম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

পাঠ-১০.৪ ইপিজেড অঞ্চলের অগ্রগতি ও অঞ্চলের বর্ণনা
Development and Description of EPZ Area

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ইপিজেডভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইপিজেডে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- ইপিজেড অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অগ্রগতি
Development of the EPZ in Bangladesh

BEPZA কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে থাকে। নিম্নের সারণিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন ইপিজেড শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা, বিনিয়োগের পরিমাণ, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হলো :

ইপিজেডভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেড সমুহের নাম	শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		রপ্তানি মি. মার্কিন ডলার	বিনিয়োগ মি. মার্কিন ডলার	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৭০	১২	২৮৯১৯.৯৭	১৬৪৩.০২	২০১৭৯৮
ঢাকা ইপিজেড	১০২	৪	২৪৭৭৮.৫৯	১৩৬০.৮১	৯২৯৭৯
কুমিল্লা ইপিজেড	৪৬	৩০	২৪২৭.৬৫	৩১৫.৫১	৩১৬৪৮
মংলা ইপিজেড	২৬	১৪	৫৩৮.০০	৫৯.০১	৩০০৬
উত্তরা ইপিজেড	১৫	১৩	৮০৭.৫৫	১৫৯.০০	৩২১৪৭
ঈশ্বরদী ইপিজেড	১৭	১৬	৬৮৩.১৩	১৩৬.৭৭	১০৫৮২
আদমজী ইপিজেড	৫২	১৬	৩৬৬০.২২	৪৭১.৭০	৫৮২১২
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪৮	৬	৪৭৬০.৫০	৫৩৫.০৩	৭১৬৪১
মোট =	৪৭৬	১১৫	৬৬৫৭৫.৬০	৪৬৮০.৮৫	৫,০২,০১৩

সূত্র : জুন, ২০১৮ সারণি

জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ৫,০২,০১৩ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বেপজা (BEPZA) বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এ পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

ইপিজেডগুলোতে পণ্যভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান :

ক্রমিক নং	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মি. মা. ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১	পোশাকশিল্প	১১৯	১৭২০.৩৭	২৯,৬৭১১
২	পোশাকের যন্ত্রাংশ	৯৩	৬২৮.৫৬	২৬,২০১
৩	টেক্সটাইল	৩৯	৬৬১.৮৪	২৮,২৭৯
৪	নিট গার্মেন্ট	৩২	৩১৪.৪৭	২৯,২৭৯
৫	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	৩২	২৬৫.৭১	৩৩,৫৫৯
৬	ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ	১৯	১৫৫.৮৬	৪,৬৯৩
৭	টেরি টাওয়ার	১৭	৯৮.৬০	৮,৩৫৪
৮	ধাতবশিল্প	১১	৩৫.৮৬	১,৩১৩
৯	প্লাস্টিক	১৩	৭২.৫৯	৬,২১৫
১০	তাঁবু	১৩	১৩৩.৭২	১৬,৪১১
১১	সার্ভিসশিল্প	১১	৪৮.৮৩	১,১৫২
১২	কৃষিজাতপণ্য	৮	৪.০০	৬৪
১৩	টুপি	৬	৬৬.৪১	৭,৯১২
১৪	কেমিক্যাল ও সার	৬	২৭.৭২	৬৬৬
১৫	আসবাবপত্র	৩	৩৯.০৫	৯৯০
১৬	কাপড়জাত	৩	৪.৪২	১৫১
১৭	রশি	৩	১২.৩৪	৫১১
১৮	বিদ্যুৎশিল্প	২	১০৬.৩৫	১৭১
১৯	খেলাধুলার সামগ্রী	৩	১৯.১৮	১৭,৪৫
২০	ফিনিংশ রিম ও গলফ শ্যাপট	১	৪১.৪৯	৮৫৬
২১	খেলনা	১	৩৩.৪৮	৩,৭৬৩
২২	ব্যাগ	১	১৬.৫৬	৩,৫০১
২৩	বিবিধ	১	১৭৩.৬৪	২৯,০৬৬
	মোট =	৪৭৬	৪৬৮০.৮৫	৫,০২.০১৩

ইপিজেড অঞ্চলসমূহের বর্ণনা

Description of EPZ Area

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহ : (Export Processing Zone of Bangladesh)

বেপজা মূলত ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদ একটি আইন পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেপজা কর্তৃপক্ষই মূলত বাংলাদেশ ইপিজেড সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে ৮টি ইপিজেড অথবা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নিম্নে ইপিজেডগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. চট্টগ্রাম ইপিজেড (Chittagong EPZ)

১৮৮৩ সালে চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালিশহরে গড়ে ওঠে এটি। ৪৫৩ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এখানে ৫০১টি শিল্প প্লট রয়েছে, যাদের গড় আয়তন প্রায় ২০০০ বর্গমিটার।

চট্টগ্রাম ইপিজেডে ২০১৭-২০১৮ পর্যন্ত

→ ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৬৪৩.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ২৮,৯১৯.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ২,০১,৭৯৮ জন

২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৭০ এবং বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২টি।

চট্টগ্রাম ইপিজেডে উৎপাদিত প্রধান প্রধান পণ্য হলো :

- তৈরি পোশাক
- গার্মেন্ট অ্যাক্সেসরিজ
- জুতা
- অটোমোবাইলের যন্ত্রাংশ
- ক্যামেরা লেন্স
- ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ
- টেরি টাওয়েল
- গলফ শ্যাপট ও ফিগিংরিল
- ধাতব দ্রব্য
- রশি
- নিটিং ও বস্ত্র
- বাইসাইকেল প্রভৃতি

[উৎস : বেপজা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮)]

এই ইপিজেডে Youngonl (CEPZ) Ltd. তিতাস স্পোর্টস ওয়্যার লিমিটেড, ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড প্রভৃতি কোম্পানি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য।

২. ঢাকা ইপিজেড (Dhaka EPZ)

এই ইপিজেড ১৯৯৩ সালে ৩৫৬.২২ একক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঢাকা ইপিজেডে ৪৫১টি শিল্প প্লট রয়েছে। মূলত এটি ৩৫৬.২২ একরের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২০১৭-২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী :

→ এখানে ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৩৬০.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার;

→ ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির বিনিয়োগের পরিমাণ ২৪,৭৭,৮৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার;

→ ক্রমপুঞ্জিত কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৯২,৯৭৩ জন।

ঢাকা ইপিজেডে ২০১৮ ইং পর্যন্ত উৎপাদনরত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০২টি এবং বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪টি।

প্রধান পণ্য হলো :

তৈরি পোশাক
গার্মেন্ট অ্যাক্সেসরিজ
ইলেকট্রনিক্স পণ্যে
অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ
নিটিং ও বস্ত্র
প্লাস্টিক
ধাতব পণ্য
জুতা প্রভৃতি
[উৎস : বেপজা কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮]

এই ইপিজেডে YKK Bangladesh Ltd. Ring Shine Textile Ltd. ইত্যাদির প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য।

৩. মংলা ইপিজেড : (Mongla EPZ)

এই ইপিজেডটি ১৯৯৮ সালে বাগেরহাট জেলার মংলা বন্দরে অবস্থিত এবং ১৮৯.৪২ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ১৯২টি শিল্প প্লট রয়েছে।

মংলা ইপিজেডে ২০১৭-২০১৮ ইং পর্যন্ত :

→ ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৯.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৫৩৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৩,০০৬ জন।

এই ইপিজেডে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২৬টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এবং ১৪টি বাস্তবায়নাধীন।

প্রধান পণ্য হলো :

তৈরি পোশাক
লাইট প্রফেশনাল
কৃষিজাত পণ্য
ধাতব দ্রব্য
ব্যাগ প্রভৃতি

[উৎস : বাংলাদেশ ইপিজেড প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮]

এই ইপিজেড Huaxin ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ইস্টার্ন পলিমার লিমিটেড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য।

৪. কুমিল্লা ইপিজেড (Comilla EPZ) :

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠত হয় কুমিল্লাসহ পুরাতন বিমানবন্দর এলাকায় ২৬৭,৪৬ একর জমির ওপর। এখানে শিল্প প্লটের সংখ্যা ২৩৯টি।

কুমিল্লা ইপিজেডে ২০১৮ ইং সাল পর্যন্ত :

→ ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩১৫.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ২৪২৭.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৩১,৬৪৮ জন।

এই ইপিজেডে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৪৬টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান কাজ করছে এবং ৩০টি বাস্তবায়নাধীন।

প্রধান পণ্য হলো :

বস্ত্র
তৈরি পোশাক
শীতবস্ত্র
জুতা
কার্পেট প্রভৃতি

এই ইপিজেডে R.N. স্পিনিং মিলস লিমিটেড, Nassa Taipic Derins Ltd. Soorty Textile Ltd. বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য।

[উৎস : বাংলাদেশ ইপিজেড প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮]

৫. উত্তরা ইপিজেড (Uttara EPZ)

এই ইপিজেড ২০০১ ইং সালে নীলফামারী জেলায় ২১২ একর জমির ওপর স্থাপিত হয়। এখানে মোট শিল্প প্লটের সংখ্যা ১৮৭টি।

উত্তরা ইপিজেডে ২০১৮ ইং সাল পর্যন্ত :

→ ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৪০৮৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৩২,১৪৭ জন।

২০১৮ ইং সাল পর্যন্ত উত্তরা ইপিজেডে ১৫টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং ১৩টি বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠান আছে।
এই ইপিজেডে :

গার্মেন্ট অ্যাক্সেসরিজ
চুল সম্পর্কিত দ্রব্য
ব্যাগ
কফিন বক্স প্রভৃতি

এই ইপিজেডে Evergreen Products Industries Ltd., Sonic Bangladesh Ltd., Viyellatex Apparels Ltd. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য।
[উৎস : বাংলাদেশ ইপিজেড প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮]

৬. ঈশ্বরদী ইপিজেড (Ishwardi EPZ)

ঈশ্বরদী ইপিজেড ২০০১ সালে পাবনা জেলার পাকশীতে ৩০৮৯৭ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত। এখানে মোট শিল্প প্লট আছে ২৯টি।
ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২০১৮ইং সাল পর্যন্ত :

→ ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৩৬.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৬৮৩.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ১০,৫৮২ জন

২০১৮ সাল পর্যন্ত ঈশ্বরদী ইপিজেডে ১৭টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং ১৬টি বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠান আছে।
প্রধান পণ্য হলো :

ইলেকট্রিক দ্রব্য
গার্মেন্ট অ্যাক্সেসরিজ
প্লাস্টিক
তৈরি পোশাক প্রভৃতি

এই ইপিজেডে রহিমআফরোজ গ্লোবাল লিমিটেড, Vintage Yesmins Studio Ltd., প্রভৃতির বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য।
[উৎস : বাংলাদেশ ইপিজেড প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮]

৭. আদমজী ইপিজেড : (Adamzee EPZ)

এই ইপিজেড ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ২৩৮.৫৫ একর জমির ওপর। মোট শিল্প প্লটের সংখ্যা ২৬৫টি।
ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২০১৮ ইং সাল পর্যন্ত :

→ ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৭১.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৩৬৬০.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৫৮,২১২ জন।

আদমজী ইপিজেডে ৫২টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং ১৬টি বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠান আছে।
প্রধান পণ্য হলো :

জুতা ও চামড়ার দ্রব্য
তৈরি পোশাক
গার্মেন্ট অ্যাক্সেসরিজ
ধাতব দ্রব্য প্রভৃতি

এই ইপিজেডে Kwun Tong Apparies Ltd., এপিফ গার্মেন্ট লিমিটেডের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য
[উৎস : বেপজা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮]

৮. কর্ণফুলী ইপিজেড (Karnaphuli EPZ)

এই ইপিজেডটি ২০০৬ সালে চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গায় ২০৯.০৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৫৮টি। ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট উৎপাদনরত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ৪৮টি এবং ৬টি বাস্তবায়নাধীন।

→ ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৩৫.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৪৭৬০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

→ ক্রমপুঞ্জিত কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৭১,৬৪১ জন।

কর্ণফুলী ইপিজেডে প্রধান পণ্য হলো :

গার্মেন্ট
জুতা
গার্মেন্ট অ্যাক্সেসরিজ
তাঁবু
ব্যাগ
ক্যামেরা লেন্স
নিটিং ও বস্ত্র প্রভৃতি

Kenpask Bangladesh Appard Ltd., Bangladesh Pou Hung ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড প্রভৃতির বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য।
[উৎস : বাংলাদেশ ইপিজেড প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮]

সারসংক্ষেপ :

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলোতে প্রতিনিয়ত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশে ৮টি ইপিজেড অথবা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যথা–চট্টগ্রাম ইপিজেড, ঢাকা ইপিজেড, মংলা ইপিজেড, কুমিল্লা ইপিজেড, ঈশ্বরদী ইপিজেড, আদমজী ইপিজেড, কর্ণফুলী ইপিজেড উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সিইপিজেড), চট্টগ্রাম ইপিজেড নামে পরিচিত, চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালিশহরে অবস্থিত বাংলাদেশের আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে প্রথম এবং একটি। বিগত বছরের তুলনায় জুন, ২০১৮ সালের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ইপিজেড বিনিয়োগ এবং শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, ইপিজেড দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে, যা একটি দেশের অর্থনীতির জন্য আশাব্যঞ্জক।

রেফারেন্স বইসমূহ

1. Hossain A & Islam J. (2014), International Trade, Dhaka : RC Pal
2. BEPZA Annual Report, 2017- 2018.
3. Jowerder S.c, Alom, S. Akher & Chowdhury S.R (2014), International Trade, Dhaka : Milinium.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (Export Processing Zone, EPZ) কী? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরুন।
২. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEPZA) কীভাবে কাজ করে?
৩. সত্যিকার অর্থে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলো থেকে কারা বেশি উপকৃত হয়? ব্যাখ্যা করুন।
৪. 'রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোর কার্যকারিতা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অন্যান্য উপায়কে সমর্থন করে।' বিবৃতিটি মূল্যায়ন করুন।
৫. কর্মীদের কর্মদক্ষতার উন্নয়নে EPZ-এর ভূমিকা তুলে ধরুন।
৬. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে EPZ অঞ্চলগুলোর ভূমিকা আলোচনা করুন।
৭. WTO-এর নিয়ম-কানুন কি EPZ-কে প্রভাবিত করে? যুক্তিসহকারে আলোচনা করুন।
৮. দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে EPZ-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।
৯. দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে EPZ-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
১০. বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সাথে EPZ-এর সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করুন।
১১. ইপিজেড এলাকায় স্থাপনযোগ্য শিল্পের শ্রেণিবিভাগগুলো বর্ণনা করুন।
১২. বাংলাদেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের যৌক্তিক কারণগুলো তুলে ধরুন।
১৩. বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।
১৪. বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করুন।